বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

(বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

শ্রীমঙ্গল-৩২১০, মৌলভীবাজার।

টেলিফোন : ০৮৬২৬-৭১২২৫
ফ্যাক্স নং : ০৮৬২৬-৭১৯৩০
ই-মেইল : directorbtri@gmail.com
ওয়েব : www.btri.gov.bd

চা আবাদীতে থ্রিপস এর প্রাদুর্ভাব ও তার প্রতিকার

চা জগতে থ্রিপস (*Scirtothrips dorsalis* Hood.) একটি স্বল্প পরিচিত বালাই। এর প্রধান কারন হলো – প্রথমত, এটি সচরাচর ও স্বাভাবিক ভাবে দেখা যায় না; দ্বিতীয়ত, এটি দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির প্রারম্ভিক লক্ষণ সনাক্ত করা সম্ভব হয় না এবং তৃতীয়ত, এটি বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট এরিয়ায় আবির্ভূত হয়। তবে, চা আবাদীতে থ্রিপস এর আগমন ও আক্রমণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। আমরা জানি, প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রাণী অর্থাৎ পোকামাকড় ও অন্যান্য অনুজীব তার পারিপার্শ্বিক মাইক্রো ক্লাইমেট দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। তেমনী, চায়ে থ্রিপস নামক যে ক্ষতিকর বালাইটি রয়েছে, তা জলবায়ুর 'তাপমাত্রা' দ্বারা প্রভাবিত। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে থ্রিপস এর প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। অপরদিকে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন স্বরুপ বিগত দুই-তিন বৎসর যাবৎ আমাদের স্থানীয় তাপমাত্রায় খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে থ্রিপস, যা পূর্বে গৌণ (minor) বালাই হিসেবে চিহ্নিত ছিল, আজ তা মুখ্য বা প্রধান (major) বালাইয়ে রুপান্তরিত হয়েছে।

থ্রিপস এর লক্ষণ

১। এটি সাধারণত অপ্রস্ফুটিত কুঁড়ির (unopened bud) মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আক্রমণ শুরু করে।
২। কুঁড়ির রস শোষনের ফলে প্রস্ফুটিত শ্যুট হলুদাভ রং এবং আকৃতি কিছুটা বিকৃত হয়।
৩। ক্রমাগত রস শোষনে পাতার নিম্ন পৃষ্ঠভাগে মধ্যশিরা বরাবর দু'পার্শ্বে সমান্তরাল দুটি লম্বা রেখা পরিলক্ষিত হয়।

থ্রিপস চিহ্নিতকরণ

থ্রিপস অতি ক্ষুদ্র সচ্ছ বাদামী রংয়ের পোকা। যেহেতু, এটি সরাসরি দেখা যায় না, সেক্ষেত্রে আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এমন সেকশনে মাত্র প্রস্ফুটিত হওয়া কুঁড়িটি একটি সাদা কাগজের উপরে রেখে নাড়া দিলেই সেখানে থ্রিপসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিরুপন নিশ্চিত হবে।

থ্রিপস আক্রমণের স্থান

নার্সারী, অপরিণত ও পরিণত চা আবাদী। মৌসুমের শুরুতে স্কিফ এলাকায় আক্রমণের মাত্রা তুলনামূলক বেশি থাকে। তবে, এলপি এলাকায় প্রুনিং পরবর্তী আগত নতুন শ্যুটেও এর আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১। থ্রিপস প্রবণ এলাকায় মনিটরিং কার্যক্রম বাড়াতে হবে।
২। আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে।
3। প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
৪। গাছের আক্রান্ত অংশ অর্থাৎ কচি ডগা ও পাতার উভয়দিকে স্প্রে নজল ঢুকিয়ে ভালো ভাবে স্প্রে করতে হবে।
৫। হেক্টর প্রতি ৫০০ মিলি. হারে **ক্লোরফেনাপির ১০এসসি** অথবা ৩০০ গ্রা. হারে **ডিনোটিফুরান ২০ডব্লিএসজি** ৫০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। সন্তোষজনক দমনে প্লাকিং পরবর্তী ৬-৭ দিন অন্তর ২য় রাউন্ড প্রয়োগ করতে হবে।

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কীটতত্ত্ব বিভাগ।

(ড. মোহাম্মদ আলী)
পরিচালক
বিটিআরআই।